সমিতি এবং যুগান্তর দলের নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী অতুলকৃষ্ণ ঘোষের জীবনাবসান হয় ১৯৬৬ সালে।

পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণপ্রাপ্ত বেনারস ঘরানার শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ, তবলা বাদক কিষান মহারাজ ২০০৮ সালে প্রয়াত হন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ২০ বৈশাখ ১৪২৮
■ ৪১ বর্ষ ■ ৩৪৩ সংখ্যা

শাসকের কাছে প্রত্যাশা

দায়িত্ব আরও বাড়ল তৃণমূলের। যে কারণেই হোক, বাংলার মানুষ তৃণমূলকেই আবার শাসকদল নির্বাচিত করেছে। কে না জানে, শাসক নির্দিষ্ট কোনও দলের হয় না। সমস্ত নাগরিকের ভালো-মন্দ দেখার দায়িত্ব বর্তায় শাসকের ওপর। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নির্বাচিত হতে পারেননি বটে, কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই, দল জিতেছে একমাত্র তাঁর একার ক্যারিশমার ওপর ভর করে। কোচবিহার থেকে কলকাতা একা ছুটে বেরিয়ে মানুষকে দলের কথা বুঝিয়েছেন তিনি। ভোটের ফলে স্পষ্ট, তাঁর কথায় মানুষ প্রভাবিত হয়েছে, তাঁর ভোট দেওয়ার আবেদনে সাড়া দিয়েছে।

ফলে দল হিসেবে তৃণমূলের এখন দায়িত্ব, কর্তব্য অনেক। ভোটের ফল ঘোষণার কার্যত সঙ্গেসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী নতুন সরকারের কাজের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার জানিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত সঠিকভাবেই তিনি বলেছেন, এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের প্রথম কাজ করোনা সংক্রমণের মোকাবিলা। যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য এবং দেশ চলছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সঠিক। করোনা ভাইরাসের বিপদ থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করা অবশ্যই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

কিন্তু নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার পাশাপাশি তাঁদের সবরকম নিরাপত্তা, শান্তি ইত্যাদি নিশ্চিত করাও শাসকের কাজ। ভোটপরবর্তী বাংলায় এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা অন্যতম বড় কাজ। কেননা, বেশকিছু এলাকা এখন হিংসাকবলিত। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কোচবিহারে ভোটের ফলাফল ঘোষণার রাত থেকেই হিংসা ছড়াচ্ছে। শীতলকুচি, কোচবিহার দক্ষিণ, কিছুটা তুফানগঞ্জ ইত্যাদি এলাকা থেকে দলে দলে লোকের আক্রান্ত হওয়ার খবর আসছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আক্রান্তরা বিজেপির কর্মী-সমর্থক কিংবা নিছক শুভানুধ্যায়ী। অনেকে আবার নিছক ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হামলার শিকার হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হামলার পিছনে রয়েছে তৃণমূলের স্থানীয়স্তরের ইন্ধন।

জেলাস্তরেও কোথাও কোথাও এমন ইন্ধন দেখা গিয়েছে। যেমন, ভোটের ফলাফল প্রকাশ পেতেই তৃণমূলের বীরভূমের নেতা অনুব্রত মণ্ডল জানিয়ে দিলেন, রাত থেকে আরও বড় খেলা হবে। ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু এই খেলাটা যে এখন সর্বনেশে হবে, তা তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের না বোঝার কথা নয়। তাই রাজ্যে আপামর মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অনতিবিলম্বে এই ইন্ধন ও প্ররোচনায় দাঁড়ি টানা নতুন সরকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কাজগুলির অন্যতম। একাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষ পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

কিন্তু সেখানে খামতি দেখা যাচ্ছে। শাসকদলের সংকেত না পেয়ে পুলিশ, প্রশাসন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে বসে আছে। ফলে অবাধে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। তাতে শুধু শারীরিক নিগ্রহ নয়, বাড়ির জিনিসপত্র লুটের ফলে চরম দুঃসময়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষের একাংশ। সরকারের উচিত এতে রাশ টানা। যেসব এলাকায় বিজেপি জিতেছে, সেখানে এইধরনের অশান্তি বেশি ঘটছে সন্দেহ নেই। উলটোটাও যে হচ্ছে না, তাও নয়। বর্ধমানে একজন তৃণমূল কর্মীর প্রাণহানিতে তা স্পষ্ট।

মনে রাখা প্রয়োজন, গণতন্ত্রের নিয়মে শাসকদলের, সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে শুধু দোষারোপ না করে সেই কর্তব্য পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া উচিত সরকারের। মানুষ জিতিয়েছে মানে এই নয় যে, যাঁরা শাসকদলকে ভোট দেননি, তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা। মানুষ এই কারণে তৃণমূলের পক্ষে রায় দিয়েছে যে, যাতে রাজ্যে সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ বাতাবরণ ও আইনের শাসন বজায় থাকে। মানুষের সেই রায়কে মাথা পেতে নিলে নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম,বর্ণ, দলের রং দেখলে চলবে না। দলনেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্ব তাই অনেকগুণ বেড়ে গেল। মানুষ তাঁর কাছে রাজধর্ম প্রত্যাশা করে।

অমৃতধারা

পরার্থে নিজেকে বিলাইয়া দেবার জন্য যে নিরন্তর আকুলতা, তাহারই নাম যৌবন। যে সংসারে স্বামী-পত্নী উভয়েই প্রেমিক-প্রেমিকা, কামুক-কামুকী নহে, সেই সংসারই সাধুর সংসার, ধর্মের সংসার, সত্যযুগের সংসার। যে দম্পতি যত পবিত্র লোকের কাছে কথা বলিবার তাহাদের ততবেশি অধিকার। অসৎকার্যে প্রতিযোগিতা সর্বনাশের হেতু আর সৎকার্যে প্রতিযোগিতা অভ্যুদয়ের সেতু। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, ওলাউঠা প্রকাশ্যভাবে যে ক্ষতি করিতেছে, জাতির ব্রহ্মচর্যহীনতা অপ্রকাশ্যভাবে তাহার শতগুণ অকল্যাণ করিতেছে। সবারে ডাকিয়া আনরে তোদের সঙ্গে, আনরে ধরিয়া তাদের চরণে হাতে, তারা যেন আজ হরিনামে প্রেমে মাতে। সবারে মিলাও সবার সঙ্গে সবারে করহ সবার প্রাণ, সবার কণ্ঠে দিবস রাতে জাগুক মধুর প্রণব-গান।

–শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২৯০৭

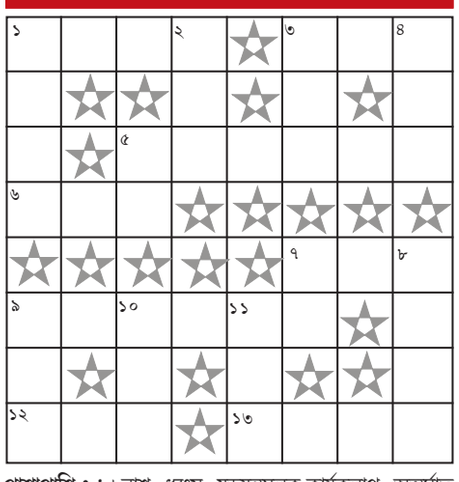

পাশাপাশি : ১। নাশ, ধ্বংস, ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, অন্তর্ঘাত ৩। ছোট ঘণ্টা, আলজিভ ৫। ভারতের নিকট প্রতিবেশী ও বন্ধুদেশ ৬। গৃহ, ভবন, বাসভবনের অংশ, ভূসম্পত্তির, অংশ, তালুক ৭। সংলগ্ন, সম্বন্ধযুক্ত লিপ্ত, খচিত ৯। দেবতার পুজো ও আরাধনা ১২। দৈহিক, শারীরিক ১৩। কৃষ্ণসারের চামড়া।

উপর-নীচ : ১। নাম পরিচয় ও বাসস্থান, নাম ও ঠিকানা ২। প্রশংসা, বাহবা, বাহাদুরি, কৃতিত্ব ৩। গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী, স্ত্রী ৪। দাসী, ঝি, নারী শ্রমিক ৫। এক জমি থেকে তার পাশের জমি আলাদা করার বাঁধ, কীটপতঙ্গাদির হুল ৭। মানুষ, জনসাধারণ, শ্রমিক, মজুর ৮। মুনিঋষিদের তপস্যার সহায়ক নির্জন ও শান্তবন, ৯। হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া বা নিবৃত্ত হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া ১০। শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত দস্যুবিশেষ, পাপীদের মৃত্যুর পরে শাস্তিভোগের কল্পিত স্থান ১১। জোঁক।

সমাধান ■ ২৯০৬

পাশাপাশি : ১। চরস ৪। বখিল ৫। জগ ৭। কসবা ৮। মহর্লোক ৯। গরবিনি ১১। জশম ১৩। কম্বু ১৪। বন্দিশ ১৫। দহলা।

উপর-নীচ : ১। চন্দক ২। সধবা ৩। কালঘুম ৬। গন্ধক ৯। গণ্ডক ১০। নিধুবন ১১। জশদ ১২। মহলা।

মমতার সরকার যে গরিবের, তা ক্রমেই মান্যতা পেয়েছে জনতার

তাপস সিংহ

দিদি... ইইইই... দিদি... ইইইই...

নির্বাচনি প্রচারে এসে বিজেপির বড়-মেজো-সেজো-ছোট নেতাদের এই আকুল আহ্বান যে রবিবাসরীয় পশ্চিমবঙ্গের আনাচকানাচ জুড়ে এভাবে ছড়িয়ে পড়বে তা কি তাঁরা নিজেরাও ভেবেছিলেন? নিঃসন্দেহে ভাবেননি!

বস্তুত, এত দূর যে ভাবতে হতে পারে, সে কথাটাই তাঁরা ভেবে উঠতে পারেননি। প্রচারে ঝড় তুলছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ জাতীয় স্তরের একঝাঁক নেতা। প্রায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের মতো তাঁরা চার্টার্ড প্লেনে দিল্লি-কলকাতা করছেন। হেলিকপ্টারের গর্জন, অগুনতি জনসভা, রোড শোয়ের হুংকারে এই বঙ্গের আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছে। প্রতিটি সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিদায়ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে। বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বিজেপির দুশো আসন পাওয়াটা নেহাত সময়ের অপেক্ষা!

এরই পাশাপাশি দলবদলুদের ভিড় বাড়ছিল বিজেপিতে। তৃণমূল বা অন্যান্য দল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার প্রবণতা দেখে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন, তা হলে কি সত্যিই এবার 'আসল পরিবর্তন' আসতে চলেছে?

কিন্তু এত কিছুর পরেও বিধানসভা নির্বাচনের ফল জানান দিল, না, 'বহিরাগত' বিজেপি নয়, বাংলা তার 'নিজের মেয়েকেই চায়'।

এমনকি, বহু 'এগজিট পোল'-এর অনুমান ব্যর্থ করে আরও অনেক বেশি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। নির্বাচনের এই ফল কি একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল?

তা কিন্তু নয়। এই নির্বাচনি সাফল্য কিন্তু স্রেফ প্রচারের কারণে নয়। এরও একটা ধারাবাহিকতা আছে। এক এক করে তা ব্যাখ্যা করা যাক।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুফল রাজ্যের মানুষ অনেক দিন থেকেই পাচ্ছেন। 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী', 'সবুজসাথী' সমেত একগুচ্ছ প্রকল্পের কাজ চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। এছাড়াও র‍্যাশনে বিনা পয়সায় চাল, গম দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষজনকে বাঁচার লড়াইয়ের রসদ জোগাচ্ছিল।

বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বেশ কয়েক মাস ধরে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি অনুযায়ী প্রশাসনকে তুলে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া, জনসাধারণের নানা অভাব-অভিযোগ শুনে, নানা প্রকল্পের সুফল অধিকাংশের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস, কোনও সন্দেহ নেই, মমতাকে 'ডিভিডেন্ড' দিয়েছে। তৃণমূল সরকারের সাম্প্রতিক এইসব প্রয়াসের পিছনে ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়, সরকারের উন্নয়নমুখী একটা ভাবমূর্তি জনমানসে বেশ ভালোভাবেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। তৈরি হয়ে গিয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতাও। অন্তত, মমতা সরকার যে আক্ষরিক অর্থেই গরিবের সরকার, সেই ধারণাটাও ক্রমেই জনতার কাছে মান্যতা পেয়েছে।

এখানে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিজেপির তাবড় নেতা যখন কার্যত তাঁকে লক্ষ্য বানিয়ে একের পর এক তির ছুড়ছেন, 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর তত্ত্ব আউড়ে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির বাণ ডাকছেন, মমতা সে সময়ে কার্যত একাই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে গত দশ বছরে তাঁর সরকারের কাজের খতিয়ান জনতার সামনে তুলে ধরেছেন। উপলব্ধি করিয়েছেন, এক নারীকে রণাঙ্গনে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেও তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা তাঁকে সেই চক্রব্যূহ থেকে ঠিক বার করে আনবে।

রাজ্যের সবক'টি আসনেই যে আসলে তিনি লড়ছেন, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়ে লড়াইয়ের ব্যাটন

> তৃণমূল সরকারের সাম্প্রতিক নানা ভালো প্রয়াসের পিছনে ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়, সরকারের উন্নয়নমুখী একটা ভাবমূর্তি জনমানসে বেশ ভালোভাবেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। তৈরি হয়ে গিয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতাও।

নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন মমতা। সেনাপতির ধর্ম মেনে তাঁরই একদা ছায়াসঙ্গী শুভেন্দু অধিকারীর গড় নন্দীগ্রামে তাঁরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা। দলীয় নেতা-কর্মীদের অনুরোধ সত্ত্বেও ওই নন্দীগ্রাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনও 'নিরাপদ' আসনে দাঁড়াতে চাননি মমতা।

তিনি কি জানতেন না, এই লড়াইটা কঠিন? অবশ্যই জানতেন। তা জেনেও তিনি দ্বিতীয় কোনও আসনে লড়তে রাজি হননি কেন? হননি যে, সেটাও লড়াইয়ের ময়দানে স্নায়ুযুদ্ধের কথা মাথায় রেখেই! তিনি জানতেন, নন্দীগ্রামের সঙ্গে দ্বিতীয় কোনও 'নিরাপদ' আসনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিলেই বিজেপি তাঁকে আক্রমণের মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে। তাঁকে 'ভীরু' আখ্যা দিতে পিছপা হবে না তারা। কঠিন রণাঙ্গনে প্রধান বিরোধীকে সেই সুযোগ আদৌ দিতে চাননি মমতা।

রবিবার বিস্তর টানাপোড়েনের পরে শুভেন্দু অধিকারী একেবারে কান ঘেঁষে জয় পেলেও শেষ হাসিটি কিন্তু হাসলেন মমতাই। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তাঁর পরাজয়টা এখানে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, উত্তাল সমুদ্রে মাথা ঠান্ডা রেখে নৌকা পাড়ে আনতে পেরেছেন সেই তিনিই।

বিজেপি চেয়েছিল, এবারের নির্বাচনকে পুরোদস্তুর মেরুকরণের নির্বাচনে পরিণত করতে। অর্থাৎ, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের কথা মাথায় না রেখে শুধু সংখ্যাগুরু ভোটের উপর নির্ভর করে ভোট বৈতরণি পার হওয়া। বিজেপি আরও ভেবেছিল, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবারে ভাগাভাগি হবে তৃণমূল এবং বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের মধ্যে। কিন্তু ভোটের ফল বেরোনোর পরে দেখা গেল, সেখানেও বিজেপির অঙ্ক মিলল না! বাম ও কংগ্রেস এবারে একটি আসনও পায়নি! অর্থাৎ, মেরুকরণের এই নির্বাচনে অনেকটা ফায়দাই তুলে নিয়েছে তৃণমূল।

যদিও মেরুকরণের কিছুটা ফায়দা তুলেছে বিজেপি-ও। তা না হলে ২০১৬-র বিধানসভায় তিনটি আসন এই ২০২১-এ আশির কাছে পৌঁছাত না। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা কিন্তু কম ছিল না! এটাও তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। দলের এক শ্রেণির নেতার আচার-আচরণ, দুর্নীতির অভিযোগ, বেকারত্ব-নানা অভিযোগে বারেবারেই বিদ্ধ হয়েছে তৃণমূল সরকার। তা সত্ত্বেও তৃণমূলকে জনগণেশ যে বেছে নিল, তার মূল কারণ কিন্তু সেই তুল্যমূল্য বিচার! অর্থাৎ, নিজেদের ভোট নষ্ট না করে তুলনায় কাজের লোককে তা দেওয়া।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে হারানো জমির বেশ কিছুটা এবারে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে তৃণমূল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় জঙ্গলমহলের ৪০টি আসনের মধ্যে ২৬টি আসনই তৃণমূলের দখলে গিয়েছে। একদা মাওবাদী প্রভাবিত জঙ্গলমহলে উন্নয়নের ঘোড়া ছুটিয়ে আদিবাসী মন নিজেদের দিকে আনতে অনেকটাই সফল তৃণমূল। আবার যে উত্তরবঙ্গে গত লোকসভা নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারেনি তৃণমূল, সেখানে এবার ২৭টি আসন পেয়েছে তারা!

আরও একটি ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। মমতার বিরুদ্ধে কোনও মুখকেই তারা সেভাবে তুলে ধরতে পারেনি। বারবার জানতে চাওয়া হলেও বিজেপি নেতৃত্বের কাছ থেকে উত্তর এসেছে, 'অপেক্ষা করুন, জানতে পারবেন। বাংলার ভূমিপুত্রই এখানকার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।'

কিন্তু মুখে একথা বলা আর রণাঙ্গনে মমতার মতো উজ্জ্বল মুখের বিরুদ্ধে মুখহীন লড়াই, এ দুটি কিন্তু এক জিনিস নয়। ত্রিপুরায় যা সম্ভব, তা যে পশ্চিমবঙ্গে অসম্ভব তা বিজেপি নেতৃত্ব বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন, মোদি-শা জুটির 'জনমোহিনী' শক্তির সামনে এই প্রশ্নগুলি সামনে আসবে না!

এরই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুকৌশলে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালি জাত্যাভিমানকেও। বাংলার সংস্কৃতি যে 'বহিরাগত'দের হাতে বিপন্ন তা বারে বারে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাতে কাজ হয়েছে বৈকি। বিজেপির সংস্কৃতি যে বাংলার মাটিতে চলবে না, চলতে দেওয়া হবে না, তা মমতা নিজে বারেবারে জনসভায় প্রচার করেছেন। এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে বলেছেন 'মা-বোনেদের'। বলেছেন, 'বহিরাগত' এলে প্রয়োজনে ঝাঁটা হাতে তুলে নিতে হবে তাঁদের।

সব মিলিয়ে মমতার কাছে এ লড়াই ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের! সেই পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছেন মমতা ও তাঁর দল। কিন্তু সামনের লড়াই আরও অনেক কঠিন। আরও চ্যালেঞ্জের। তা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন তৃণমূল সুপ্রিমো!

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

জাতীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট খালি জমি বাংলার দিদির জন্য

গৌতম হোড়

নয়াদিল্লিতে নরেন্দ্র মোদির বিপরীতে কে? ঠিক এই জায়গাতেই এখন রয়েছে একটা বিশাল খালি জায়গা। বিশেষ করে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় স্তরে নরেন্দ্র মোদির মোকাবিলা করার মতো নেতা বিরোধী শিবিরে বিশেষ নেই।

রাহুল গান্ধি পরীক্ষিত ব্যর্থ। একটা রাজ্যেও তিনি দলকে জেতাতে পারেন না। তাঁর কথাকে এখন কংগ্রেস কর্মীরাই গুরুত্ব দেন না।

শারদ পাওয়ার কার্যত রাজনৈতিক পরামর্শদাতার ভূমিকায়। তিনি এবং দেবগৌড়া রাজনৈতিক অবসরের প্রান্তে। একসময় দাপিয়ে বেড়ানো মায়াবতী ও মুলায়ম সিং যাদব এখন রাজনীতিতে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছেন।

অখিলেশ যাদবের ঝুলিতে সাফল্য নেই। উদ্ধব ঠাকরে মহারাষ্ট্র সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন। তার ওপর তিনি জোট সরকার চালান। কট্টর হিন্দুত্ববাদী দলের নেতা বলে অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নন।

বামেরা টিমটিম করে কেরলে জ্বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম তারা বিধানসভায় একটা আসনও জিততে পারেননি। নবীন পট্টনায়েক ওড়িশার বাইরে পা রাখতে চান না।

স্ট্যালিন সবে রাজ্যপাট পাবেন। তেলেঙ্গানায় কেসিআর ঝানু রাজনীতিক, কিন্তু তিনি দিল্লিতে এসে বিরোধীদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা এখনও দেখাননি।

ঠিক এই জায়গায় এসে একটা নাম উঠে আসছে জাতীয় স্তরের শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে বিপুলভাবে জেতার পর মমতার এই দাবি আরও জোরদার হয়েছে। কারণ, এই নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের হয়ে একা বিজেপির সর্বাত্মক আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েছেন। পালটা আক্রমণে মোদি-শা'র যাবতীয় স্বপ্ন শেষ করেছেন একাই।

এখানে বিজেপি মানে অনেক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, যিনি রাজ্যজুড়ে প্রচুর জনসভা করেছেন। অমিত শা, যিনি পঁয়ষট্টির মতো জনসভা ও রোড শো করেছেন। জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং সহ কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, অন্য রাজ্য থেকে আসা শ-খানেকের ওপর সাংসদ, বিধায়ক, নেতা এবং অসংখ্য কর্মী ও সঙ্ঘ পরিবারের সাহায্য ছিলই।

এর বিরুদ্ধে একা ছিলেন মমতা। যিনি ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের ২৯৪টি আসনে তিনিই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছেন। একেবারেই ভুল বলেননি। মমতা ছাড়া তৃণমূলে সবচেয়ে বেশি প্রচার করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপরও যে মমতা দারুণভাবে মোদি-শা এবং বিজেপিকে ঠেকিয়ে দিতে পেরেছেন শুধু নয়, দুশোর বেশি আসনে জিততে পেরেছেন। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল পেরেছিলেন। কিন্তু দিল্লি আসলে একটা গ্লোরিফায়েড কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। প্রবল প্রতাপান্বিত পুরো শক্তির বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার এই জয় তাঁর সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করে দিয়েছে সর্বভারতীয় স্তরে।

বিজ্ঞানের নিয়ম হল, কোনও স্পেস ফাঁকা থাকতে পারে না। সেটা ভরে যাবেই। ফলে কেন্দ্রীয় স্তরে মোদি-বিরোধিতার যে স্পেস আছে, যা এতদিন কংগ্রেস দখল করার চেষ্টা করে গিয়েছে, সেখানে মমতার পৌঁছে যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে।

অটলবিহারী বাজপেয়ী সম্পর্কে বিজেপি একটা স্লোগান দিয়েছিল, ট্রায়েড, টেস্টেড, ট্রাস্টেড। ঠিকঠাক পদক্ষেপ নিতে পারলে মমতাকে নিয়ে সেই স্লোগান দিতে পারবে তৃণমূল।

তবে এখানে একটা পূর্বশর্ত আছে। সেটা হল, তার আগে পশ্চিমবঙ্গের সামনে যে চ্যালেঞ্জ আছে, তার মোকাবিলায় সফল হতে হবে মমতাকে। করোনার মোকাবিলা করতে হবে, ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা, বিশেষ করে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতিগুলি অবিলম্বে রূপায়ণ করতে হবে। দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটরাজের অভিযোগ যাতে আর না ওঠে, সেটা দেখতে হবে। সুশাসনের ক্ষেত্রেও নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারলে দিল্লিতে কংগ্রেসের কাছ থেকে মোদি-বিরোধিতার জায়গাটাও তিনি ছিনিয়ে নিতে পারবেন।

কারণ একটাই। রাজনীতিতে সাফল্যই হচ্ছে শেষ কথা। রাহুলের কাছে যা নেই। মমতার কাছে আছে। ফলে অন্য বিজেপি-বিরোধী দলগুলিও মমতার পাশে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করবে না।

তাই স্পেস খালি আছে, ভরপুর সুযোগ আছে। ঝুলিতে সাফল্যও আছে। এখন ২০২৪ সালের দিকে তাকিয়ে মমতা কীভাবে পা ফেলেন, সেদিকে তাকিয়ে জাতীয় স্তরের অনেক নেতা।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

লেখা পাঠান

সম্পাদকীয় পাতার জন্য লেখা পাঠান। ৫০০ শব্দ। ইউনিকোডে বাংলা টাইপ করে ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠাতে হবে। মেল আইডি

uttarbangaedit@gmail.com

আলোচিত

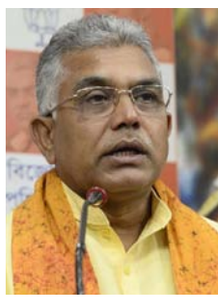

আমার মনে হয় না, যাঁরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিল, তাঁরা আবার তৃণমূলে ফিরে যাবেন। কেননা তাঁরা তৃণমূল ছেড়েছিলেন অনেক অপমানিত ও লাঞ্ছনার পর। ফেরার তাই প্রশ্ন আসে না।

–দিলীপ ঘোষ

আজ

১৯৭৯ সালে আজকের দিনে মার্গারেট থ্যাচার কনজারভেটিভ পার্টির হয়ে ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।প্রায় ১১ বছর তিনি ওই পদে আসীন ছিলেন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য তাঁকে আয়রন লেডি বলা হয়।

বিন্দু বিসর্গ

জনমত

পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়নে ব্যর্থ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

আমি আনন্দচন্দ্র কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের একজন ছাত্র। ৩০ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের ফল প্রকাশ করে। করোনা পরিস্থিতির জন্য আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট মাধ্যমে পরীক্ষা হয়েছিল। ফলাফল বের হওয়ার পর দেখা গেল পরীক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়ণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। নম্বর দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজের ইচ্ছেমতো খামখেয়ালিভাবে নম্বর দিয়েছে, যা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। যাঁরা আগের সিমেস্টারে পরীক্ষার হলে বসে পরীক্ষা দিয়ে ৭০-৮০ শতাংশের ওপর নম্বর পেয়েছিল, এখন তাদের কেউ কেউ ৬০ শতাংশও পাচ্ছেন না।

অন্যদিকে, যেসব শিক্ষার্থী আগে ৫০-৬০ শতাংশ নম্বর তুলতে পারেননি, এখন তাঁদের কেউ কেউ ৮০-৮৫ শতাংশ পর্যন্ত নম্বর পাচ্ছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের সঠিক

মূল্যায়ণ হচ্ছে না। ফলে অনেক পড়ুয়া মানসিকভাবে পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন, যার অন্যতম কারণ সঠিকভাবে মূল্যায়ণ না করে ইচ্ছেমতো নম্বর দেওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ, এভাবে ইচ্ছেমতো নম্বর দিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকে হাসির খোরাকে পরিণত করবেন না। অনেক ছাত্রছাত্রী আছেন, যারা সঠিক মূল্যায়ণের আশায় সারা বছর পড়াশোনা করেন। আপনাদের এইসব কাণ্ড তাঁদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

এর আগের সিমেস্টারে শুধুমাত্র একটা পেপারে আমার ১০ নম্বর বেড়েছে। অনেকের সব মিলিয়ে ২৫-৩০ নম্বর পর্যন্ত বেড়েছে। এইসব ঘটনাগুলো কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে প্রমাণ করে না?

পরিশেষে একজন ছাত্র হিসেবে এটাই বলব যে, যেসব অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এভাবে ইচ্ছেমতো দায়সারাভাবে মূল্যায়ণ করেছেন, তাঁরা একটু ভাবুন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক, পরীক্ষা পদ্ধতি, যার সঠিক মান বজায় থাকে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে।

ভূপেশ রায়
ছাত্র, আনন্দচন্দ্র কলেজ।

করোনা ছড়ায় না সংবাদপত্র

২৭ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে ভয় নেই' শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সত্যিই সংবাদপত্র পড়ায় কোনও ভয় নেই। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ এই সহজ বিষয়টি বুঝতে চান না। আমরা কেনাকাট